



## 26247 - খুলা তালাকরে পরচিয় ও পদ্ধতি

### প্রশ্ন

খুলা তালাক বলতে কী বুঝায়? খুলা তালাক প্রয়োগ করার পদ্ধতি কী? যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে না চায় তা সত্ত্বেও কী তালাক সংঘটিত হতে পারে? আমেরিকান সোসাইটি সম্পর্কে কি বলবেন? যদি স্ত্রীর কাছে তার স্বামী মনপূত না হয় (কোন কোন ক্ষেত্রে; যহেতে স্বামী দ্বীনদার)। স্ত্রী ধারণা করে যে, তার তালাক দয়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

খুলা হচ্চে: কোন কছির বনিমিয় স্ত্রী বচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে স্বামী সবে বনিমিয়টি গ্রহণ করে স্ত্রীকে বচ্ছিন্ন করে দবি; এ বনিমিয়টি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরানা হোক কথিবা এর চয়ে বশে সম্পদ হোক কথিবা এর চয়ে কম হোক।

এ বধিনরে দললি হচ্চে, আল্লাহর বাণী: “আর তাদেরকে যা কছি দয়িছে (বিদায় করার সময়) তা থেকে কছি ফরিয়ি নেয়ো তোমাদের জন্য বধে নয়। তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নর্ধারতি সীমারখো রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এমতাবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নর্ধারতি সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কছি বনিমিয় দয়ি তার স্বামী থেকে বচ্ছিদে লাভ করায় উভয়ের কোন গুনাহ নহে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৯]

সুন্নাহ থেকে এর দললি হচ্চে, সাবতে বনি ক্বাইস বনি শাম্মাস এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সাবতে বনি ক্বাইসের উপর চারত্রিকি বা দ্বীনদাররি কোন দোষ দবি না। কন্তু, আমি মুসলমি হয়ে কুফরতি লপ্ত হতে অপছন্দ করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তার বাগানটি ফরিয়ি দবি? সাবতে মোহরানা হিসবে তাকে বাগান দয়িছেলি। সবে বলল: জ্ববি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: বাগানটি গ্রহণ করে তাকে বচ্ছিন্ন করে দাও”[সহি বুখারী (৫২৭৩)]

এই ঘটনা থেকে আলমেগণ গ্রহণ করনে যে, কোন নারী যদি তার স্বামীর সাথে অবস্থান করতে না পারে সক্ষেত্রে বিচারক স্বামীকে বলবেন তাকে তালাক দয়ি দতি; বরং স্বামীকে তালাক দয়ার নর্দশে দবিনে।



এর পদ্ধতি হচ্ছে- স্বামী বনিমিয় গ্রহণ করবনে কথিবা তারা দুইজন এ বিষয়ে একমত হবনে; এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে বলবনে: আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দলিাম কথিবা আমি তোমাকে খুলা তালাক দলিাম, কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ।

তালাক হচ্ছে স্বামীর অধিকার। স্বামী তালাক দলিই তালাক সংঘটিত হবে। দলি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তালাক তারই অধিকার যার রয়েছে সহবাস করার অধিকার” অর্থাৎ স্বামীর। [সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৮১), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (২০৪১) হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করছেন]

এ কারণে আলমেগণ বলনে: যে ব্যক্তিকে তালাক দেয়ার জন্য অন্যায়ভাবে জবরদস্ত করা হয়েছে; সে ব্যক্তি যদি এ জবরদস্ত থেকে বাঁচার জন্য তালাক দেয় তাহলে সে তালাক সংঘটিত হবে না। [দখেুন আল-মুগনী (১০/৩৫২)]

আপনাদরে সখোনে মানবরচতি আইনে স্ত্রী নজিই নজিকে তালাক দতিে পারার যে বিষয়টি উল্লেখ করছেন: যদি সটো এমন কোন কারণে হয় যে কারণে মহলিার জন্য তালাক চাওয়া জায়যে আছে; যমেন- স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করা, স্বামীর সাথে একত্রে থাকতে না পারা, কথিবা স্বামীর দ্বীনদাররি ঘটতি ও হারামে লপ্ত হওয়ার স্পর্ধাকে অপছন্দ করা ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রীর তালাক চাওয়াতে কোন দোষ নেই। তবে, এ অবস্থাতে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা গ্রহণ করছে সেটো ফরেত দতিে হবে।

আর যদি যথায় কারণ ছাড়া স্ত্রী তালাক চায় তাহলে সেটো নাজায়যে। এমতাবস্থায় কোর্ট যদি তালাক কার্যকর করে তাহলে সেটো ইসলামি শরিয়তে গ্রাহ্য হবে না। বরং এ মহলিা এ পুরুষের স্ত্রী হিসেবে বলবৎ থাকবে। এখানে হচ্ছে সমস্যা। সমস্যাটা হলো- এ নারী আইনে দৃষ্টিতে তালাকপ্রাপ্তা; ইদ্দত শেষে হলে সে হয়ত অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তালাকপ্রাপ্ত নয়; সে অন্য একজনরে স্ত্রী।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন এ ধরণরে মাসয়ালার ক্ষেত্রে বলনে:

আমরা এখন একটা সমস্যা সংকুল মাসয়ালার সামনে আছি। এ নারী তার স্বামীর বিবাহাধীনে থাকায় অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কনিত্ত, বাহ্যতঃ কোর্টরে রায়রে ভিত্তিতে সে তালাকপ্রাপ্তা নারী; যখনি তার ইদ্দত পূরণ হবে তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা বধৈ। এ সমস্যা নরিসনে আমার দৃষ্টিভিঙগি হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে কছি দ্বীনদার ও ভাল মানুষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; যাতে করে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতা করতে পারে। সমঝোতা না হলে, স্ত্রী তার স্বামীকে বনিমিয় দতিে হবে; যাতে করে এটি ইসলামি শরিয়তরে দৃষ্টিতে খুলা তালাক হিসেবে গণ্য হয়।

শাইখ উছাইমীনের লকিউল বাব আল-মাফতুহ; নং ৫৪, (৩/১৭৪) দারুল বাছরি প্রকাশনী, মশির